মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতি ২০১৮

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

অধ্যায় নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১	পটভূমি	৩
	মোটরসাইকেল শিল্পের সম্ভাবনা	৩
অধ্যায়-২	ভিশন	৪
	মিশন	৪
	উদ্দেশ্য	৪
	লক্ষ্য	৫
	নীতি বাস্তবায়ন কৌশল	৫
অধ্যায়-৩	সংজ্ঞা	৫-৭
	গবেষণা ও উন্নয়ন	৭
	মোটর সাইকেল ট্যারিফ নীতি	৭
	ভেন্ডর উন্নয়ন কার্যক্রম	৭-৮
	ভেন্ডর উন্নয়নে সহায়তা	৮
	যন্ত্রাংশের গুণগতমান	৮
	বাজার সম্প্রসারণ	৮
	মোটর সাইকেল রেজিস্ট্রেশন ব্যয়	৮
	শিল্প কাঠামো ও শিল্পমান	৮
অধ্যায়-৪	পশ্চাৎ সংযোগ উন্নয়ন	৯
	বাজার এবং রপ্তানি-সংযোগ উন্নয়ন	৯-১০
	ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ	১০
	খাতভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়ন	১০
	দক্ষতা উন্নয়ন	১০
	প্রণোদনা	১০
	বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ প্রক্রিয়া	১০
	পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণ	১১
অধ্যায়-৫	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	১২
	পরিষদের কার্যপরিধি	১৩
	কারিগরি কমিটি	১৩
	কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ	১৩

অধ্যায় ১

ভূমিকা

পটভূমি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়নে গতি আনতে সরকার বদ্ধপরিকর। সে উদ্দেশ্য সামনে রেখে সম্ভাবনাময় মোটর সাইকেল খাতের উন্নয়নে সরকার একটি নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে মোটর সাইকেল শিল্পের বর্তমান আবশ্যকতা হলো টেকসই এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার ভিত্তি হিসেবে যন্ত্রাংশ নির্মাণ প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ। বিশ্বব্যাপী প্রবল প্রতিযোগিতার কারণে উৎপাদনকারীগণকে উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে এবং সে সাথে প্রযুক্তি উন্নয়নসহ আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে তাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রাখার জন্যে মোটর সাইকেল শিল্পের জন্য কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যেমন- উৎপাদন বৃদ্ধি, সবুজ উৎপাদন প্রযুক্তির প্রচলন, মোটর সাইকেল সংক্রান্ত সরবরাহ চেইন নেটওয়ার্ক ও একাডেমিক সেক্টরগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি। এ কার্যক্রম গৃহীত হলে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদনে বৈচিত্রতা আনয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন ও তা প্রয়োগ সম্ভব হবে। গবেষণা ও উন্নয়নের বিষয়টিও এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজন হবে। ভোক্তার চাহিদা ও পরিবেশগত মানের দিকে লক্ষ রেখে এ শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদার করা প্রয়োজন। সর্বোপরি বাংলাদেশে উৎপাদনকারীদের শক্তিশালীকরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন।

১.১ মোটরসাইকেল শিল্পের সম্ভাবনা

বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসরণ করে বিভিন্ন খাতে শিল্পায়নের প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সার্বিকভাবে জিডিপির ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং ২০২০ সাল নাগাদ উৎপাদন খাতের অবদান মোট জাতীয় আয়ের ২১ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

মোটরসাইকেল হালকা প্রকৌশল শিল্পের অন্তর্গত। এই শিল্পটি পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত যা অধিক মূল্যসংযোজনকারী পণ্যের উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত মোটরসাইকেলের সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মানসম্পন্ন যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা সম্ভব হলে এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে মানসম্পন্ন মোটরসাইকেল সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে মোটরসাইকেলের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।

মোটরসাইকেল শিল্প বিকাশের জন্য বাস্তবসম্মত কৌশল নির্ধারণ করে সামষ্টিক সমন্বয়ের মাধ্যমে এ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয় যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে পুরো কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেবে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

অধ্যায় ২

ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য ইত্যাদি

২.১ ভিশন

মোটর সাইকেলের যন্ত্রাংশ তৈরির সক্ষমতা অর্জনপূর্বক মোটর সাইকেল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে টেকসই মোটর সাইকেল উৎপাদন ব্যবস্থা সুনিশ্চিতকরণ।

২.২ মিশন

২০২৭ সালের মধ্যে জাতীয় চাহিদা পূরণের সক্ষমতা অর্জন এবং বৈশ্বিক বাজারে অংশগ্রহণের সামর্থ্য হিসেবে আধুনিক, প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই মোটর সাইকেল উৎপাদন সহায়ক ভেন্ডর শিল্প গড়ে তোলা।

ক) এশিয়া মহাদেশে মোটর সাইকেল উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ভিত্তি হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা;

খ) মোটর সাইকেল খাতে দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

গ) মোটর সাইকেল শিল্প সহায়ক শুল্কনীতি প্রণয়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সহায়তা প্রদান;

ঘ) মোটর সাইকেল রপ্তানি সহায়ক সুযোগ সৃষ্টি;

ঙ) মোটর সাইকেল খাতে বিনিয়োগ সহায়ক ব্যাকিং সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি;

চ) উচ্চতর মান, নিরাপত্তা এবং পরিবেশের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন;

ছ) ভোক্তাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ;

জ) বাংলাদেশ অটোমোটিভ সংগঠনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা;

ঝ) খাতভিত্তিক পর্যাপ্ত দক্ষ মানব সম্পদের যোগান;

ঞ) প্রযুক্তি হস্তান্তর;

ট) বর্তমানে শক্তিশালী এবং উদীয়মান ভেন্ডরসমূহের উৎপাদন নেটওয়ার্ক সৃষ্টি;

ঠ) এ শিল্পের নিরাপদ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

২.৩ উদ্দেশ্য

এ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নরূপঃ

ক) দেশে ব্যাপক স্বল্প মূল্যের পরিবহন সুবিধার বিস্তার ঘটানো পাশাপাশি এর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

খ) জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশের অর্থনৈতিতে সমৃদ্ধি আনয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ;

গ) দেশকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের মোটর সাইকেল যন্ত্রাংশ উৎপাদনের উৎস হিসেবে উন্নীতকরণ;

ঘ) দেশকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের মোটর সাইকেল এবং মোটর সাইকেলের যন্ত্রাংশ উৎপাদনের উৎস হিসেবে উন্নীতকরণ;

ঙ) দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে মোটর সাইকেল শিল্পের উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ।

২.৪ লক্ষ্য

এ নীতি প্রণয়নে সরকারের মূল লক্ষ্য মোটর সাইকেল শিল্পের উন্নয়ন সহায়তা ও ভোক্তাদের কল্যাণ সাধনার্থে মোটরসাইকেল শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও শুল্কের মধ্যে একক ভারসাম্য সৃষ্টি করা। সে উদ্দেশ্যে এ নীতিমালার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য অর্জনের পদক্ষেপ গৃহীত হবেঃ

ক) মোটর সাইকেলের উৎপাদন ২০২১ সালের মধ্যে ন্যূনতম ৫ লক্ষ এবং ২০২৭ সালের মধ্যে ১০ লক্ষে উন্নীতকরণ;

খ) প্রতিযোগিতামূলক দামে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে মানসম্মত মোটর সাইকেল সরবরাহ;

গ) মোটর সাইকেল শিল্প থেকে জিডিপির অবদান বর্তমান ০.৫% থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ২.৫% এ উন্নীতকরণ;

ঘ) মোটর সাইকেল উৎপাদনের পরিমাণ ২০২৭ সালের মধ্যে ১০% থেকে বাড়িয়ে ৫০% এ উন্নীতকরণ;

ঙ) মোটর সাইকেল খাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থান ৫ (পাঁচ) লাখ থেকে বাড়িয়ে ২০২৭ সালের মধ্যে ১৫ (পনের) লাখে উন্নীতকরণ।

২.৫ নীতি বাস্তবায়ন কৌশল

বাংলাদেশে মোটর সাইকেল শিল্পের ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য কিছু মূল কৌশল অবলম্বন করা হবে। উপরিউক্ত লক্ষ্য অর্জনে প্রতিযোগিতামূলক কম মূল্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদন এবং এর বৈশ্বিক মান নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে ইন্টারমিডিয়ারী যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে। এ নীতিমালার লক্ষ্য অর্জনের কৌশল হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা হবেঃ

ক) প্রযুক্তিগত ও মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
খ) অর্থনৈতিক মাপকাঠি অর্জন ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকরণ;
গ) কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ;
ঘ) একইসাথে স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি, রপ্তানি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুবিধার সুযোগ সৃষ্টি;
ঙ) স্থানীয় উৎপাদন (লোকালাইজেশন) প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ।

অধ্যায় ৩

গবেষণা ও উন্নয়ন

৩.১ বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতকে শিল্প তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্যে সরকার ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে মোটর সাইকেল শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী।

সংজ্ঞা

‘মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান’ অর্থ মূসক ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যারা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত বা আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা মোটরসাইকেলের সমস্ত পার্টস নিজে প্রস্তুত করে অথবা চেসিস ও এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পার্টস নিজে প্রস্তুত করে এবং অবশিষ্ট পার্টস স্থানীয় ভেন্ডর থেকে সংগ্রহ বা আমদানি করে

মোটরসাইকেল সংযোজন বা উৎপাদন করে (অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস.আর.ও নং-১৫৫-আইন/২০১৭/৪১/কাস্টমস, তারিখঃ ০১/০৬/২০১৭ অনুসারে)।

"ভেন্ডর" অর্থ মূসক ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যারা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অথবা আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা মোটরসাইকেল এর যন্ত্রাংশ প্রস্তুতপূর্বক মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট বিক্রয় চুক্তির আওতায় অথবা স্থানীয়ভাবে সরবরাহ করে থাকে (অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস.আর.ও নং-১৫৫-আইন/২০১৭/৪১/কাস্টমস, তারিখঃ ০১/০৬/২০১৭ অনুসারে)।

"গুরুত্বপূর্ণ পার্টস" অর্থ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস.আর.ও নং-১৫৫-আইন/২০১৭/৪১/কাস্টমস, তারিখঃ ০১/০৬/২০১৭ অনুসারে সংজ্ঞায়িত গুরুত্বপূর্ণ পার্টসকে বুঝাবে (যা সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপন দ্বারা হালনাগাদ করা হবে)।

'সিবিউ' (Complete Built Up) - সম্পূর্ণায়িত মোটরসাইকেল অর্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় আমদানিকৃত তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার উপযোগী মোটর সাইকেল বোঝায়।

মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে 'এসকেডি' (Semi Knocked Down) বলতে প্যাকিং সুবিধার (স্থান সংকোচন ও নিরাপদ পরিবহন) জন্য একটি মোটরসাইকেলের সম্পূর্ণ অথবা কতিপয় অংশ বিযুক্ত অবস্থায় আমদানি করাকে বোঝায়।

সিকেডি (Complete Knocked Down) বলতে বুঝাবে এমন আমদানিকৃত প্রাইমকোট সম্বলিত যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রাংশ সামগ্রী যা একটি মোটর সাইকেল প্রস্তুতে একান্ত অপরিহার্য। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নথি নং-৯(৪)কাস-১/৯৩১৩৩৪-১৩৪৪, তারিখ ২ অক্টোবর ১৯৯৫ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী সিকেডি বলতে ইঞ্জিন (গিয়ার বক্সসহ) ও স্পিডেমিটার সম্পূর্ণ সংযোজিত অবস্থায় এবং অন্য সকল প্রাইমকোট সম্বলিত যন্ত্রাংশ আলাদাভাবে আমদানিকে বুঝাবে। মোটরসাইকেলের জন্য প্রযোজ্য সিকেডি হিসেবে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রাইমকোট সম্বলিত যন্ত্রাংশের বিবরণ নিম্নরূপঃ

১। ইঞ্জিন, গিয়ার বক্সসহ একত্রে সংযোজিত কিন্তু কার্বুলেটর ও ইনলেট পাইপ ইঞ্জিন হতে বিয়োজিত থাকবে।

২। মেইন ফ্রেমবডি বিযুক্ত থাকবে।

৩। ফ্রন্ট ফর্ক বিযুক্ত থাকবে।

৪। রিয়ার কর্ক বিযুক্ত থাকবে।

৫। চেইন ও চেইন কভার বিযুক্ত থাকবে।

৬। হ্যান্ডেল বিযুক্ত থাকবে।

৭। রীম, হাব, স্পোক, নিপল, টায়ার ও টিউব বিযুক্ত থাকবে।

৮। ফ্রন্ট ও রিয়ার এক্সেল বিযুক্ত থাকবে।

৯। ব্রেক প্যানেল বিযুক্ত থাকবে।

১০। ফ্রন্ট ও রিয়ার শক এবজরবার বিযুক্ত থাকবে।

১১। স্পিডোমিটার এসম্বল বিযুক্ত থাকবে।

১২। ব্রেক কেবলস, ক্লাস কেবল, একসেলারেটর কেবল বিযুক্ত থাকবে।

১৩। ওয়্যার হারনেস, ইগনিশন কয়েল, রেকটিফায়ার লাইট, ব্যাটারী ইত্যাদি বিযুক্ত অবস্থায় থাকবে।

১৪। সব সুইচ বিযুক্ত থাকবে।

১৫। সাইড কভার বিযুক্ত থাকবে।

১৬। সিট বিযুক্ত থাকবে।

১৭। সামনের ও পিছনের ফেন্ডার বিযুক্ত থাকবে।

১৮। ফিউল ট্যাংক এসম্বল বিযুক্ত থাকবে।

১৯। সমস্ত প্রয়োজনীয় নাট-বোল্ট ও সংযোজনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য এক্সেসরিজ বিযুক্ত অবস্থায় বাক্স বন্দি হয়ে থাকবে।

(জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র নং-৯(৪)কাস-১/৯৩/(অংশ-১)/১৬২/(১-৯), তারিখঃ ০৯/০৪/১৯৯৭ এবং পরবর্তীতে নং-১(৮)শুঃনিঃ ও বাঃ/২০০৭/৩৪৬, তারিখঃ০১/০৭/২০১৫ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত পরিপত্র এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে)।

গবেষণা ও উন্নয়ন

৩.২ মোটর সাইকেল শিল্প হচ্ছে একটা প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প এবং এক্ষেত্রে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে হলে কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে গবেষণা ও উন্নয়ন। এ নতুন মডেলগুলো যাতে পরিবেশবান্ধব এবং নিরাপদ হয় তার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। নিয়মিত গবেষণা ও উন্নয়ন এ শিল্পে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার অন্যতম প্রাণশক্তি। গবেষণা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এ খাতকে সমৃদ্ধ করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। সরকারি অথবা বেসরকারি উদ্যোগে এক বা একাধিক গবেষণা, নিরীক্ষা বা উপাত্ত কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়, এসোসিয়েশন বা জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের কেন্দ্র স্থাপনে বিশেষ প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করা হবে।

৩.৩ মোটর সাইকেল ট্যারিফ নীতি

মোটর সাইকেল ও এর যন্ত্রাংশের স্থানীয় উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য ট্যারিফ নীতি প্রণয়ন করা হবে।

৩.৪ ভেন্ডর উন্নয়ন কার্যক্রম

ভেন্ডর উন্নয়ন ছাড়া কোনভাবেই স্থানীয়ভাবে মোটর সাইকেল উৎপাদন সম্ভব নয়। স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী শিল্প কারখানা স্থানীয় মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী কারখানার ভেন্ডর হিসেবে কাজ করতে পারে। নিম্নমূল্য এবং ব্যাপক ব্যবহার, শ্রমের সহায়ক বিনিময় মূল্য, নিম্ন সুদের হার এবং রেয়াতি কর কাঠামো এ শিল্পোন্নয়নের জন্য অবদান রাখে। দীর্ঘকালীন প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি নিশ্চিতকল্পে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ও ফরওয়ার্ড লিংকেজের অব্যাহত উন্নয়নও জরুরি। দেশের জিডিপি, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এটি শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। এ বিষয়টিকে শিল্প উন্নয়নের একক শক্তিশালী গুণক রূপেও দেখা হয়। ভেন্ডর শিল্প যে সামগ্রিকভাবে দুটো লক্ষ্য অর্জনে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে তা হলো উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

বাংলাদেশে শক্তিশালী ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের ব্যবস্থা উন্নয়নের পরিবেশ রয়েছে এবং অধিকাংশ মোটর সাইকেল যন্ত্রাংশ নির্মাণ কোম্পানিগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র বা মাঝারি প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানিগুলো যাতে সহজেই টিকে যেতে পারে এবং স্থানীয় মোটর সাইকেল উৎপাদন এবং একই সাথে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে এ লক্ষ্যে মোটর সাইকেল শিল্পকে সহায়তার জন্য সরকার বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩.৪.১ ভেন্ডর উন্নয়নে সহায়তা

প্রথম পর্যায়ে স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য বৃহৎ পরিসরে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে স্থানীয় যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী নির্বাচন করা হবে। এ ফলাফলের ভিত্তিতেঃ

১. সহায়তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে;

২. স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারীদের বিশ্বমানের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

৩. স্থানীয় মোটর সাইকেল উৎপাদনকারীগণকে স্থানীয় ভেন্ডর থেকে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করার জন্য উৎসাহিত করা হবে;

৪. স্থানীয় মোটর সাইকেল উৎপাদনকারীগণ ও স্থানীয় ভেন্ডর উভয়ের ক্ষেত্রে দ্বৈত কর (Double Taxation) প্রথা পরিহার করা হবে।

৫. ভেন্ডর উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিনিয়োগ অথবা যৌথ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রণোদনার সুবিধা প্রদান করা হবে।

৩.৪.২ যন্ত্রাংশের গুণগতমান

আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বাজারের Standard বা মানদন্ড ও বিভিন্ন কমপ্লায়েন্সের সাথে সঙ্গতি রেখে মোটর সাইকেল যন্ত্রাংশের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৩.৫ বাজার সম্প্রসারণ

মোটর সাইকেলের বাজার স্থানীয় এবং বৈশ্বিক। এর সরবরাহ সংযোগ প্রতিবেশী দেশ ছাড়িয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে পরিব্যাপ্ত। যন্ত্রাংশের স্থানীয়করণের ফলে ভবিষ্যতে মোটর সাইকেলের বাজার সম্প্রসারণের সাথে সাথে রপ্তানিও বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। এ লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত মোটর সাইকেলের বাজার সম্প্রসারণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.৬ মোটর সাইকেলের রেজিস্ট্রেশন ব্যয়

এ শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি, ভোক্তাস্বার্থ ও বাজার সম্প্রসারণ বিবেচনায় বিদ্যমান রেজিস্ট্রেশন ব্যয় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের সাথে সামঞ্জপূর্ণ করা হবে।

৩.৭ শিল্প কাঠামো ও শিল্পমান

ন্যূনতম দশ লক্ষ মোটর সাইকেল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আনুভূমিক (Vertical) উৎপাদন কৌশল অনুসরণ করে একটি বড় কোম্পানি এককভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারবেনা। পশ্চিমা এবং এশিয়ান দেশগুলোর মতো বড় মাত্রার উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লম্ব (Horizontal) উৎপাদন কৌশল প্রয়োজন। একটি শিল্পে অনেকগুলো ছোট ছোট উৎপাদন কাজ এককভাবে করে থাকে। একটি কারখানার উৎপাদন অন্য কারখানা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে। একটি শিল্পের অন্তর্গত উৎপাদন এককগুলো অন্য উৎপাদন এককের জন্য চাহিদা তৈরি করে। চাহিদা তৈরি হলে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প কাঠামো তৈরি হবে। মোটরসাইকেল শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেও একই কাঠামো অনুসরণ করা হবে।

অধ্যায় ৪

উন্নয়ন, রপ্তানি ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ

৪.১ পশ্চাৎ সংযোগ উন্নয়ন

মোটরসাইকেল উৎপাদন ও বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় দেশগুলোর মতো এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প দরকার। ইঞ্জিন, সাসপেনশন এবং ফ্রেমের মতো উপাদানগুলোর জন্য নাট, বোল্ট ও ধাতব পাইপের মতো ধাতব যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয়। যেহেতু মোটরসাইকেল কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে সব যন্ত্রাংশ নিজস্বভাবে উৎপাদন আর্থিকভাবে বাস্তবসম্মত নয় সেহেতু অগ্রাধিকারভিত্তিক পশ্চাৎ সংযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রথম পর্যায়ে স্থানীয় মোল্ড এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৪.২ বাজার এবং রপ্তানি-সংযোগ উন্নয়ন

শিল্পে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর বছর হতে একটি নির্দিষ্ট সময় (ন্যূনতম ৫ বছর) পর্যন্ত নিম্নোক্ত প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধাদি অব্যাহত থাকবেঃ

(ক) কোন মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অথবা ভেন্ডর উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করলে মূল্য সংযোজন কর আইনের বিধান অনুযায়ী শুল্ক প্রত্যর্পণ (Duty Draw Back) এর সুবিধা প্রাপ্য হবেন এবং শুল্ক প্রত্যর্পণ পদ্ধতি আরো সহজিকরণ করা হবে;

(খ) রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরিবর্তনীয় এবং নির্ধারিত ঋণপত্র/বিক্রয়চুক্তির বিপরীতে শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে;

(গ) রপ্তানিমুখী মোটর সাইকেল উৎপাদনকারীগণ তাদের উৎপাদিত মোটর সাইকেল রপ্তানি করলে বিদ্যমান আইনের আওতায় রপ্তানি সহায়তা (Export Benefit) প্রদান করা হবে;

(ঘ) রপ্তানি পণ্যের আমদানি নির্ভর কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান কাস্টমস আইনের আওতায় বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রদান করা হবে;

(ঙ) আমদানি নীতি আদেশের বিধান পরিপালন সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নমুনাভিত্তিক পণ্য আমদানির সুযোগ থাকবে;

(চ) রপ্তানি পণ্যের দাম বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগী করার নিমিত্ত পণ্য উৎপাদনে পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(ছ) রপ্তানিমুখী মোটরসাইকেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ২৫০ (C.C) সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেল উৎপাদন করা যাবে এবং প্রয়োজনের নিরিখে এর উর্ধ্বসীমা পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করা হবে;

(জ) মোটর সাইকেল উৎপাদন শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ এবং উক্ত কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ ব্যবহারপূর্বক স্থানীয়ভাবে মোটর সাইকেল এবং মোটর সাইকেলের যন্ত্রাংশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎসাহমূলক প্রণোদনা প্রদান করা হবে;

(ঝ) স্থানীয়ভাবে মোটর সাইকেল উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত Tax Holiday সুবিধা বিবেচনা করা হবে।

৪.৩ ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ

মোটর সাইকেল উৎপাদন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দলিলপত্রাদি, সনদপত্র, নিবন্ধন এবং পরীক্ষা পদ্ধতি উৎপাদক/ভোক্তার সহজসাধ্য করা হবে। সাধারণ ক্রেতাগণের ডিলার ও সরবরাহকারীরা যেন সকল দলিল, সনদ, নিবন্ধন ও পরীক্ষা পদ্ধতি সহজভাবে সম্পন্ন করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.৪ খাতভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়ন

মোটরসাইকেল শিল্পের সামগ্রিক বিকাশের জন্য যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী কোম্পানি (ভেন্ডর) ও মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী কোম্পানি, দুই ক্ষেত্রেই মানব সম্পদ উন্নয়নে জোর দেয়া হবে। প্রকৌশলী, শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপক সবক্ষেত্রেই দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার হবে। ভেন্ডর কোম্পানির ক্ষেত্রে যন্ত্রাংশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মজুত ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার- এই তিন ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। মোটর সাইকেল শিল্প খাতের জন্যে মানব সম্পদ উন্নয়নে নিম্নোক্ত দুটি ধাপ অনুসরণ করা হবেঃ

ক. দক্ষতা উন্নয়ন

মোটর সাইকেল শিল্পের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানে সরকার সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে অটোমোবাইল বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিটাকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে দক্ষ শ্রমিক তৈরির কর্মসূচি চালু করা হবে। এক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

খ. প্রণোদনা

স্থানীয় যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারীগণকে (ভেন্ডর) উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোতে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সরবরাহে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হবে। স্থানীয় ভেন্ডারগণ কর্তৃক উৎপাদনকারীগণের এ ধরনের সরবরাহকে আমদানি/রপ্তানির বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৪.৫ বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ প্রক্রিয়া

বৃহৎ মাত্রায় মোটরসাইকেল উৎপাদনের জন্য দেশিয় বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগও প্রয়োজন। বর্তমানে যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত বিদেশ থেকে যন্ত্রাংশ এনে সংযোজন করে মোটরসাইকেল বাজারজাত করছে। যন্ত্রাংশ উৎপাদন স্থানীয়করণের জন্য বৃহৎ মাত্রার উৎপাদন প্রয়োজন। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে প্রকৌশল স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে। দীর্ঘমেয়াদে প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে। যন্ত্রাংশ নির্মাণকারীদের অবকাঠামো সুবিধাসহ জমির সুবিধা প্রদানে সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ Automobile Components manufacturing park/ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.৬ পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণ

মোটর সাইকেল শিল্পের মান নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

ক) মোটর সাইকেলের গুণগত মান পরীক্ষা এবং এতদসংক্রান্ত সনদ প্রদান কার্যক্রম সহজ করা হবে;

খ) মোটর সাইকেলের প্রতিটি মডেল, উপাদান, যন্ত্রাংশ এবং এর ইঞ্জিন ক্ষমতা পরীক্ষা করে তিন বছরের জন্য সনদ প্রদান করা হবে।

গ) মোটর সাইকেলের প্রতিটি মডেল, বিশেষ করে ইঞ্জিন ক্ষমতা (CBU, CKD এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত) বাজারজাত করার আগে BRTA কর্তৃক সনদ গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে মোটর সাইকেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদিত মডেলে মূল ব্রান্ডের সাথে স্থানীয় উৎপাদনের নাম সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ) সকল ধরনের মান পরীক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে আধুনিক "অটোমোবাইল টেস্টিং সেন্টার (ATC)" স্থাপন করা যাবে। এ সেন্টার থেকে Performance Test এবং Basic Raw Material Testing সুবিধা থাকবে।

চ) স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারীদের আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে সহায়তা করা হবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে মান-অর্জন সনদ (যেমনঃ ISO 9001:2015, ISO/TS 16949, ISO 14001, 0HSAS 18001, JIPM ইত্যাদি) প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় ৫

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

৫.০ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি পরিষদ থাকবে, যা নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে। এ সমন্বয় পরিষদ মোটর সাইকেল শিল্প সংক্রান্ত নীতি-কাঠামো বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

01.	মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
02.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
03.	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
04.	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
05.	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
06.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
07.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
08.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
09.	উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজি (বুয়েট) (তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি)	সদস্য
10.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
11.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত প্রকৌশল কর্পোরেশন	সদস্য
12.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
13.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
14.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন	সদস্য
15.	সদস্য, শিল্প ও শিক্ত বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
16.	অতিরিক্ত সচিব (স্বস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
17.	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
18.	নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
19.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
20.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
21.	সভাপতি, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এ্যাসেম্বলার এ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বিমামা)	সদস্য
22.	সভাপতি, মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এমএমইএবি)	সদস্য
23.	সভাপতি, অটোমোবাইলস কম্পোনেন্ট এ্যান্ড এক্সেসরিজ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (এসিইএমএ)	সদস্য
24.	সরকার কর্তৃক মনোনীত মোটর সাইকেল শিল্প বিশেষজ্ঞ (২ জন)	সদস্য

25.	যুগ্ম সচিব (নীতি)/উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

৫.১ পরিষদের কার্যপরিধি

৫.১.১ প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে। পরিষদ মোটর সাইকেল উন্নয়ন নীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে এবং নীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোন সমস্যা হলে তা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করবে।

৫.১.২ পরিষদ প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫.১.৩ মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উৎপাদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নীতি/সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

৫.৩ কারিগরি কমিটি

বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব/সুপারিশ প্রণয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (স্বস) এর নেতৃত্বে কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসাবে রাখা হবে।

৫.৪ **কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ**

মোটরসাইকেল শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে কার্যকর নীতি গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও রিভিউ কার্যক্রমের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, এসোসিয়েশনসহ সকলের সাথে কার্যকর সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হবে।